কান্দী রাজ কলেজ

"শতদল"

ছাত্র সংসদ ২০১২-২০১৩

নির্বাচিত ছাত্র সংসদ সদস্য ও সদস্যা এবং অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দ

পত্রিকা সম্পাদক বৃন্দ
ছাত্র সংসদ

সাধারণ সম্পাদক
ও সহ-সাধারণ সম্পাদক
ছাত্র সংসদ

কান্দী রাজ কলেজ পত্রিকা

শতদল

কান্দী ★ মুর্শিদাবাদ

স্থাপিত ঃ ১৯৫০

ছাত্র সংসদ : ২০১২ - ২০১৩

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিয়াছ,
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বক্ত।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত
কথা কও, কথা কও।

বার্ষিক সংকলন : ২০১২ – ২০১৩

শোক প্রস্তাব

নাম - আনসার সেখ

'যে ফুল না ফুটিতে ঝড়িল ধরণীতে'

কান্দী রাজ কলেজের বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র আনসার সেখের (নামু বাঘডাঙ্গা) অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত।

প্রয়াত আনসার সেখের প্রতি রইলো আমাদের হার্দিক শ্রদ্ধাঞ্জলী।

তাঁর পরিবারের প্রতি রইলো আমাদের সমবেদনা।

বিনীত–

ছাত্র-সংসদ

অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা

ও

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

अधीर रंजन चौधरी
Adhir Ranjan Chowdhury

सत्यमेव जयते

रेल राज्य मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110 001
Minister of State for Railways
Government of India
New Delhi-110 001

20/12/13

Message.

I am glad to learn that Kandi Raj College Chhatra Samsad, Post Kandi, Murshidabad is going to publish the Annual College Magazine, "SATADAL".

I hope that this Souvenir will be worthy of its name and will carry the message of social solidarity and social cohesion to bring in fraternity, equality and progress and to establish peace and harmony in the society in these tumultuous days.

I wish every success of the Souvenir.

With thanks,

Yours sincerely,

(Adhir Ranjan Chowdhury.)

To

Shri Tanmoy Ghosh,

GS, Kandi Raj College.

Post : Kandi Murshidabad.

APURBA SARKAR
Member,
West Bengal Legislative Assembly

P.O. : Kandi
Dist : Murshidabad
Ph. : 03484-255759 (R)
M. : 9434336091
e-mail : sarkar.apurba.sarkar@gmail.com

Date .....

-ঃ শুভেচ্ছাবার্তা ঃ-

কান্দী রাজ কলেজ ছাত্র সংসদের বার্ষিক পত্রিকা **"শতদল"** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। শিক্ষার আলোকছটায়, আগামী দিনে ছাত্র সংসদের গঠন মূলক প্রচেষ্টা আরো গতি লাভ করুক এবং নবজাগরনের জ্ঞানবর্ত্তীকার অনাবিল আনন্দ শতদলের মতো প্রস্ফুটিত হোক এই কামনা করি। ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয় কুসুমিত হোক এই শুভ প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা-সহ

(অপূর্ব সরকার)
বিধায়ক, পঃ বঃ বিধানসভা

প্রতি
সাধারন সম্পাদক, ছাত্র সংসদ
কান্দী রাজ কলেজ
কান্দী মুর্শিদাবাদ।

Chairman / Vice-Chairman
Kandi Municipality
Kandi, Murshidabad
(West Bengal)

S.T.D Code - 03484
Ph. No - Kandi - 257345
Tele Fax No - 257345
Pin - 742137

Date .....

-ঃ শুভেচ্ছাবার্তা ঃ-

কান্দী রাজ কলেজ ছাত্র সংসদের বার্ষিক পত্রিকা **"শতদল"** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। শিক্ষার আলোকছটায়, আগামী দিনে ছাত্র সংসদের গঠন মূলক প্রচেষ্টা আরো গতি লাভ করুক এবং নবজাগরনের জ্ঞানবর্ত্তীকার অনাবিল আনন্দ শতদলের মতো প্রস্ফুটিত হোক এই কামনা করি।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা-সহ

(গৌতম রায়)
সভাপতি
কান্দী পৌরসভা

প্রতি
সাধারন সম্পাদক, ছাত্র সংসদ
কান্দী রাজ কলেজ
কান্দী মুর্শিদাবাদ।

Ph : (03484) 255230

KANDI RAJ COLLEGE

(Govt. Sponsored)

Kandi • Murshidabad • PIN - 742137 (W.B.)

শুভেচ্ছা

এক বিপন্ন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে আজকের সমাজ, –একদিকে অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, বিকৃত চেতনা, অবিশ্বাস এবং সন্দেহ, অন্যদিকে তারই মধ্যে সুস্থ সমাজ গঠনের স্বপ্ন, –যে স্বপ্নচারিতা শুধুমাত্র তরুণ প্রজন্মের পক্ষেই সম্ভব। **"শতদল"** সেই স্বপ্নেরই প্রতীক।

ভাবাকুসমসঙ্কাশ মহাদ্যুতিময়

আশার আলোয় অভিস্নাত হোক **"শতদল"**। স্বপ্ন সার্থক হোক।

(সুস্মিতা ঠাকুর)
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা ও সভাপতি
কান্দী রাজ কলেজ, ছাত্র-সংসদ

অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র সংসদ সদস্য, সদস্যা
এবং ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাক্ষার প্রতিবেদন

কলেজ বার্ষিক পত্রিকা 'শতদল' সময়ের রুটিনে এবছরও স্বাভাবিক ছন্দে প্রকাশ পাচ্ছে। 'শতদল' কাশনার কাজে যুক্ত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কলেজ পত্রিকা এমন একটা মাধ্যম যেখানে প্রতিষ্ঠানের তিহাস, ভাবধারা, পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ হয়। সমাজের সঙ্গে কলেজের সেতুবন্ধন হয়। আমরা সর্বদা কলেজের নোন্নয়ণে সচেষ্ট থাকি। অনেক কিছুকে একত্রিত করে একটি ভাবনাকে কাজে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ময় যথাযথ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকে। গণতান্ত্রিকভাবে কাজের রূপরেখার বহুমত থাকতে ারে, সর্বোপরি কোন না কোন পথে চলতে হয়। ভিন্নমত থাকলেও সকলে এগিয়ে এসে ভাবনার বুননকে দৃঢ় রবেন এই আশা রাখি।

আমাদের কলেজে আমরা মূল কাজ শিক্ষাদান এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে াকি। মহকুমা তথা জেলার অন্যতম স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে যে আশা নিয়ে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নকে াস্তবায়িত করতে ছাত্রছাত্রীরা আসে তাদের প্রতি আমাদের যত্নশীল দায় থাকে। যে কোন প্রতিষ্ঠানের গ্রগতিতে উন্নয়ণ অবশ্যই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। কিন্তু এইবছর আমরা আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে লেছি। কারণ সরকারী নির্দেশে টিউশন ফী'র ৫০% টাকা সরকারকে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে। এর ফলে আমরা নংস্কারমূলক বহু কাজই করে উঠতে পারছি না। তবু এরই মধ্যে অত্যাবশ্যক কাজগুলি করতেই হচ্ছে। যেমন– এ বছর আমরা বহুদিনের প্রত্যাশা অনুসারে অফিস সংলগ্ন বাথরুম এবং স্টাফরুমের বাথরুমটির সংস্কার করেছি। বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ করে ব্যবহারিক নির্ভয় বিষয়গুলির যন্ত্রপাতি কেনা এবং পদার্থবিদ্যার ভবন সংস্কার গুরুত্ব সহকারে করেছি। আর্সেনিক মুক্ত এবং পরিশ্রুত পানীয় জলের একটি প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। অধ্যক্ষ আবাসনটিকে আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত জিমন্যাসিয়াম হিসাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছি। নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগার-এ কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিভাগীয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে উপযোগী বই কেনা হচ্ছে। এ ব্যাপারে মাননীয় বিধায়ক-এর তহবিল থেকে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি আছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এই ইতিবাচক পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বিগত বছরগুলিতে বিশেষ করে ২০১২ এবং ২০১৩ সালের এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলের মান আমাদের কলেজে সামগ্রিকভাবে আশানুরূপ হলেও সাধারণ পাস বিষয়ে ফলাফল কাঙ্খিত মানের হচ্ছে না। সাম্মানিক বিষয় ছাড়াও সাধারণ বিষয়গুলির ক্লাসে উপস্থিতির ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ এবং মনোযোগ আরও বৃদ্ধির আশা রাখি। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর তুলনায় ক্লাসে আসার প্রবণতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কমছে। এ দিকটি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতা অবলম্বন করা দরকার। কেননা একজন ছাত্র অথবা ছাত্রীর কাজে শিক্ষাগ্রহণের অন্যতম জায়গা হল শ্রেণীকক্ষ।

সময়ের প্রবাহে বেশ কিছু মাস ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা হিসেবে কলেজ পরিচালনায় জড়িত থেকে বহুর সঙ্গে কর্মপ্রক্রিয়ায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা সবসময় হয়তো সুখকর নয়। তবুও ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু করতে পারা শিক্ষিকা হিসাবে কম পাওনা নয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য শুভচিন্তা করতে গিয়ে অনেক সময় বাস্তবের সঙ্গে টানাপোড়ন চলে, তবুও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় রাশ টানতে হয়।

আমাদের কলেজ পরিচালনায় পরিচালন সমিতির অভ্যন্তরীণ এবং মনোনীত সদস্যগণ সব সময় যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। কলেজের ছাত্রসংসদ নানা সময়ে যে সমস্ত চিন্তাশীল কর্মসূচী গ্রহণ করে তা আমাদের মানকে বর্ধিত করে। জানার গন্ডির বাইরেও যাঁরা কলেজের

উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় পৌর প্রধান সর্বতো ভাবে কলেজের প্রসারে যে সহযোগিতা করেন তা উল্লেখ করতেই হয়। মা সাংসদ এবং রেলদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী মুর্শিদাবাদ জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে ক প্রতি যে বিশেষ ভাবনা ও নজর দেন তাতে আমরা আপ্লুত। কর্ম ব্যস্ততার মাঝে ও কলেজ পরিচালন স সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ বিকাশ চন্দ্র সিন্‌হা মহাশয় কলেজ সম্পর্কে ইতি পরামর্শ দেন। তা আমাদের কাছে সংযোজিত প্রাপ্তি।

মানতেই হচ্ছে অনেক প্রতিকূলতার ঢেউ, নতুন দর্শন, দোদুল্যমানতার মাঝে গদ্যময় রুক্ষ এখন সময় বিরাজ করছে। দেশ, সমাজ, অন্যরা আজ হারিয়ে যাচ্ছে আমার 'নিজের জগতের আ ভাবনায়। এই বৃহত্তর ভাবনায় যখন অদৃশ্য (হয়তো কেউ কেউ ভাবছেন), তখন আসনু 'সকলের তরে আমরা' এই সংকল্প করি, নতুবা আগামী প্রজন্ম বইয়ের পাতা থেকে মুখ গুঁজে উঠে আসা এমন এক পরিণত হবে যখন সে সমাজকে দেখবে 'যাদুঘরে' রাখা মমির মতো। একজন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অ কারিগর হয়ে আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'আত্মদর্শনের' সংকট থেকে বের করে এনে সমগ্র অর্থে উন্নয়ণ ঘটানোর কাজ আমাদের নিরন্তর চালিয়ে যেতে হবে এই প্রত্যয় রেখে সকলের ভালো থাকার ক প্রতিবেদনের কলমে যতিচিহ্ন দিলাম।

ধন্যবাদান্তে-

সুস্মিতা ঠাকুর

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা

কান্দী রাজ কলেজ

॥ সূচীপত্র ॥

কবিতা	কবি	পৃঃ
গীতাঞ্জলি	শুভম দে	১
স্বাধীনতার দিন	চুমকি মণ্ডল	১
সংগ্রাম	সুস্মিতা ঘোষ	১
বিপ্লব	মৌসুমী দাস	২
গোলমাল	সাগর দত্ত	২
বন্ধু	সূর্যদেব ঘোষ	২
ধূমপান	সৌরভ মণ্ডল	২
তুমি ছলনাময়ি উড়োনারী	কৃপাসিন্ধু সিংহ	৩
কিনা হয়	জন্মেঞ্জয় হাজরা	৩
বাংলার মুখ	ইয়াসমিনা খাতুন	৩
ইচ্ছা	মহঃ আসিকরেজা	৩
স্বাগত	টোটন দাস	৪
বন্ধু মানে	প্রদীপ হালদার	৪
ওরাও মানুষ	মাসুরুল সেখ	৪
লক্ষ্য	পাপিয়া ঘোষ	৪
হয়ত তুমি	হরষিত ঘোষ	৫
ধন্যবাদ	নীলকান্ত ঘোষ	৫
রেজাল্ট	অভিজিৎ দাস	৬
সর্বহারার জয়গান	মৃন্ময় ঘোষ	৬
ফজর দিল ডাক	মকরুমা খাতুন	৭
তালের বড়া	সুজাতা পাল	৭
মোরা এক বৃন্তে দুইটি কুসুম		
হিন্দু ও মুসলমান	রাহুল সেখ	৮
Love	আরিফ মহম্মদ	৮
সঙ্গী	ঈশিতা চ্যাটার্জী	৮
মনের আশা	সানুয়ারা খাতুন	৮
আশা	রাকেশ হাজরা	৯
বৃষ্টি	সান্ত্বনা মণ্ডল	৯
বর্ষা	সঙ্গীতা কর	৯
গণেশ	গণেশ চন্দ্র ঘোষ	৯
স্মরণে সুকান্ত	নফল মল্লিক	১০
বন্ধুত্ব	প্রীতিরানী পাঠক	১০
আমার শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ	বাপ্পাদিত্য কর্মকার	১০
নতুন সমাজের সন্ধানে	অঞ্জন চ্যাটার্জী	১১

কবিতা	কবি	পৃঃ
মেয়েদের স্বাধীনতা	পিউ পাল	১২
ইচ্ছেতে চাই	তন্ময় মিস্ত্রী	১২
রবি ঠাকুর	নিবেদিতা মণ্ডল	১২
এটাই কী স্বাধীনতা	ইতিহারা খাতুন	১৩
প্রার্থনা	আনোয়ারা খাতুন	১৩
Dedicate to My Dear One	Suman Kr. Das	১৪
বন্য আমার বন্ধু	অনিষা উপাধ্যায়	১৫
আমাদের নাম মানুষ	বাসুদেব মুখার্জী	১৫
দুর্নীতি	সোনালী ঘোষ	১৫
বিদ্রোহী কবি	তাপসী দাস	১৬
শহীদ স্মরণে ক্ষুদিরাম	তাসলিমা নাসরিন	১৬
মা	ঝিলিক খাতুন	১৭
আমার বাংলা	পলাশ দাস	১৭
আমাদের শিক্ষাগুরু	আসাউজ্জামান	১৭
শিশুরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে	ইন্দ্রজিৎ পাল	১৮
মা আসছে	অনিন্দিতা চ্যাটার্জী	১৮
রাজনীতি	প্রদীপ ঘোষ	১৯
আয়না	উম্মা শালমা	১৯
যদি ফিরে পেতাম	খন্দেকার মহঃ ওমর ফারুক হোসেনুজ্জামান	১৯
প্রত্যাশা	রিয়া চক্রবর্ত্তী	১৯
নকল	দিলেরওসোনারা খাতুন	২০
নিরাপত্তা শুনেছো ?	সুমিত মণ্ডল	২০
বাঙালী জাতি	দেবযানী মণ্ডল	২১
বন্ধু	বৈশাখী চৌধুরী	২১
আমি বড়ো হবো	শুভেন্দু চক্রবর্ত্তী	২১
মা আমার সোনা মা	দেবযানী মণ্ডল	২২
প্রকৃতি	মাম্পি মণ্ডল	২২
কথা দিলাম	সুকান্ত দাস	২২
পারবো কী ?	সৈয়দ সূজন	২২
জগাই মাধাই	কৌশিক কুমার দে	২৩
ভালোবাসা কী ?	মহঃ সাবা	২৩
মেয়েদের স্বাধীনতা	দীপিকা ঘোষ	২৩
মেয়েদের স্বাধীনতা	দীপিকা ঘোষ	২৪

কবিতা	কবি	পৃঃ
আত্ম অহংকার	বাসুদেব মুখার্জী	২৪
রাজা রামমোহন রায়	তন্দ্রা মুখার্জী	২৪
সাইকেল	অনুসা বিশ্বাস	২৪
হে মা দেবী	সুস্মিতা গাঙ্গুলী	২৫
একটু দেখা	দর্শন থাল্ডার	২৫
শিশু দিবস	কুন্তল চট্টরাজ	২৫
The Train	Zahihur Rahaman	২৫
হতাম যদি	নাসির সেখ	২৬
রবীন্দ্র প্রণাম	প্রসেনজিৎ ঘোষ	২৬
ভালোবাসার তর্পণ	রবিউল আওয়াল	২৬
Land of Peace	Basudeb Mukherjee	২৬
জনম দুঃখী মা	সোমনাথ মণ্ডল	২৭
বঞ্চিত শিশু	কালি চরণ মণ্ডল	২৭
জীবনের সংগ্রাম	কাশমেহেনা খাতুন	২৭
ও বন্ধু বিদায়	এসা মণ্ডল	২৮
কলিযুগ	আশিষ মণ্ডল	২৮
বিরহের দিন	আসরাফুন নেসা খাতুন	২৮
একদিন	আতাউদ্দিন রহমান	২৮
সেই সব গল্পগুলো	শ্রীমন্ত সরকার	২৯

বিষয়	লেখক	পৃঃ
শুধু তোমার জন্য	খুরশিদ আলম	৩০
নিঃসঙ্গ জীবন	উজ্জ্বল কুমার ঘোষ	৩১
আনন্দের হকারি	কাজীরুল সেখ	৩২
এক টুকরো স্মৃতি	দিলরওসোনারা খাতুন	৩৫
কর্তব্য	সুমিত মণ্ডল	৩৭
রমার কথা	শিল্পা মণ্ডল	৪২
সুখ স্বপ্ন নাকি দুঃস্বপ্ন ? কোনটা ভালো ?	নিবেদিতা ঘোষ	৪৩
তোকে না বলা কথাটা	মধুমিতা রায়	৪৪
ঠক বাজীর দুনিয়া	রাহুল সেখ	৪৫
বন্ধুত্বের নতুন অধ্যায়	সায়ন্তী ঘোষ	৪৬
মুক্তির উত্তরণপথে	সৌরভ মণ্ডল	৫১
ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ	নুরুল ইসলাম	৫৪
অন্যটাও থাক	অধ্যাপক আব্দুল জামান নাসের	৫৬
জীবনের আর এক নাম Problem	পলাশ দাস	৫৮

বিষয়	লেখক	পৃঃ
আর কত দিন চুপ রবে	তন্ময় কুমার ঘোষ	৫৯
তুমি সুন্দর তুমি রামেন্দ্রসুন্দর	শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী	৬০
বাংলা ভাষা	পাপিয়া ঘোষ	৬২
A Curse of this Century : AIDS	Prajna Pramanik	৬৪
My Offerings	Neajun Begam	৬৬
হাসির ফোয়ারা	কাশমেহেনা খাতুন	৬৭
জানলে অবাক হবে	ফিরদৌসী খাতুন	৬৯
জোক্স	রত্না খাতুন	৬৯

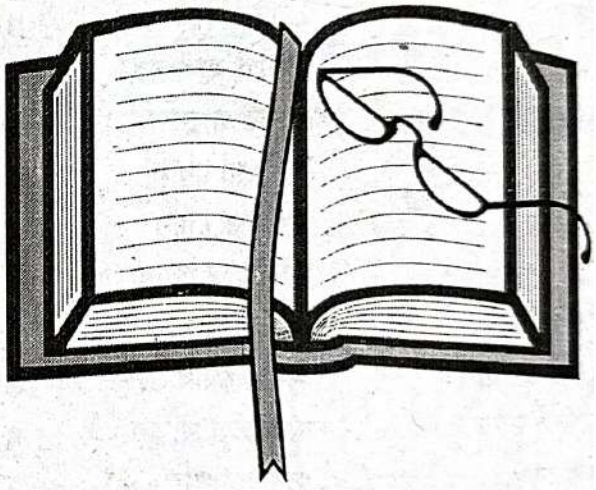

কবিতা

গীতাঞ্জলি

শুভম দে (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

খেছো তুমি বিশ্বখ্যাত নাম তার গীতাঞ্জলি।
তামার জন্য দিতে পারি আজ সর্ব জলাঞ্জলি।
তামার সৃষ্টির প্রভাব ছড়িয়েছো সবার মনে,
াংলার বুকে কবি শ্রেষ্ঠ পায় নি এর আগে জীবনে।
য়তো অনুভবে তোমার কথা ভাবতে থাকে মন
াজ এই পৃথিবীতে তোমাকে সত্যিই ভাবে কয়জন।
তামার কাছে যতবারই যেতে চাই
যতে পারি নাতো ধারে,
তামার জীবনে আমার স্থান গভীর অন্ধকারে
তামার প্রতিভা তোমার কাছে, সৃষ্টি, কবিতা, গান
তামার কবিতা সত্যিই হয়তো
জগে ওঠে হয়ে মানব জীবনের প্রাণ।
তামার জন্য আজ জীবন করেছি উৎসর্গ
তামার সৃষ্টির অন্যতম চতুরঙ্গ।
াহিত্যে তোমার আবির্ভূতি
ামার জীবনের অনুভূতি
ান্ধ্য নামে, রাত আসে কাটে এভাবে জীবন
য়তো তোমায় করে নিয়েছি এভাবে কিছুটা আপন।
রতে ঘুরতে চলে এলাম কবি তোমার দেশে
কটু হলেও আপন করেছি তোমায় ভালোবেসে।
াই না তুমি দিলে সাড়া
য়েছি আমি বাঁধন হারা,
শির মেজাজে ঘুরে চলি
হরের রাস্তা থেকে ওলি গলি
তামার কথা ভাবতে ভাবতে
শির পরশ জাগল মনে,
ন মেতেছে বসন্তের আগমনে।।

-- o --

স্বাধীনতার দিন

চুমকি মণ্ডল (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ, সংস্কৃত সাম্মানিক)

বছর ঘুরে আসছে আবার স্বাধীনতার দিন।
মনে আবার জেগে ওঠে স্বাধীন হওয়ার বিন।।
কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, নেতা সবার মনে একই কথা।
নদীর মতো রক্ত দিয়ে পেয়েছি মোরা স্বাধীনতা।।
এই স্বাধীনতা দেব না তো কখনও ছিনিয়ে নিতে।
দল বেধে নামব আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে।।
দেখব কেমন করে স্বাধীনতা নিয়েছি নিয়ে।
পাঠান, মোগল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দল।।
মুক্ত মনে নামা সবাই এক শক্তি হবে বল।।
স্বাধীন জগতে জাগাব আবার বিশ্ব কবির গান।
ধনী দরিদ্র একজোট হয়ে বাড়াব মাতৃভূমির মান।।
গেরুয়া, সাদা, সবুজের পতাকা যখন মাথায় উদিয়মান।
সবাই মিলে বলব তখন স্বাধীন হিন্দুস্থান।।

-- o --

সংগ্রাম

সুস্মিতা ঘোষ (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

যুদ্ধ যদি আকাশ ঢাকে
সূর্য তবে উঠবে কোথায়
মাটি যদি রক্ত মাখে
ফুল তবে ফুটবে কোথায় ?

বায়ু যদি বারুদ মাখে
মোদের শ্বাস তবে মিলবে কোথায়
এখনো দেশ যদি লাসে ঢাকে
তবে শান্তি মোরা পেলাম কোথায় ?

গ্রাম যদি নগর উঠে
তো সাঁঝের প্রদীপ জ্বলবে কোথায়
কামার যদি হাপর বিকায়
তবে সংগ্রামের অস্ত্র তৈরি হবে কোথায় ?

-- o --

বিপ্লব

মৌসুমি দাস (বি.এ, প্রথম বর্ষ, দর্শন সাম্মানিক)

তাঁদের জানায় আজি সহস্র সহস্র প্রণাম,
যাঁরা করে গেছে দেশের জন্য নির্দিধায় প্রাণ দান।
তাঁদের জন্য স্বাধীন এভারতবর্ষ,
তাঁরাই তো আজ এদেশের গর্ব।
কত বীর সৈন মহাপুরুষ, জন্মেছে
এ দেশমাতার বুকে।
প্রার্থনা করব চিরকাল,
তাঁরা বেঁচে থাকে যেন যুগে যুগে।
তাঁরা মরেও যে আজ অমর হয়ে আছে,
কোটি কোটি জনতার মাঝে।
কে তাঁরা ? বলতে কী পারবে ?
কেউ কী তাদের নাম ?
তারা বিপ্লব,
সকলে তাদের জানাই প্রণাম।

-- o --

বন্ধু

সূর্যদেব ঘোষ (বি.এ, দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

বন্ধু মানে একটু কাছে আপন করে পাওয়া
বন্ধু মানে আমার মনে তোমার আসা যাওয়া
বন্ধু মানে নীল আকাশে মুক্ত হাওয়ায় পাখি
বন্ধু মানে হৃদয় নীড়ে আপন করে রাখি
বন্ধু মানে স্বপ্ন নীড়ের মানুষ্য হয়ে থাকা
আমার হৃদয় কক্ষে তুমি ভালোবাসায় গাঁথা।
বন্ধু মানে সারাটা দুপুর বৃষ্টি রিম ঝিম
আমার হৃদয়াকাশে তুমি হয়ে আছো মলিন।
দুষ্ট মিষ্টি নয়ন দিয়ে যখন তুমি চাও
নবীন, তরুণ হৃদয় তুমি আপন করে নাও
বন্ধু তুমি দূরে থেকেও অনেক কাছাকাছি
সকাল, বিকাল জানিয়ে দিয়ো বন্ধু আমি আছি।

-- o --

গোলমাল

সাগর দত্ত (বি.এ, দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

'গোল' নিয়ে দ্যাখো দেখি কত গন্ডগোল
গোলমাল নিয়েও কি কম শোরগোল
গোলমালে গোল আগে গন্ডগোলে শেষ
গোল নিয়ে গোল বাঁধালে নিজে যাবে
যে মেয়েটি মোটাসোটা বলি গোলগাল
তাই বলে সত্যিই কী গোল তার গাল ?
ভূ-গোলের 'ভূ' মানে এই দুনিয়াটা
গোল তো নয়ই সে, বরং চ্যাপটা।
ফুটবলে গোলে খেয়ে তার নাম গোলকি
ফরোয়ার্ডে এগিয়ে সে দেয় গোল কী ?
গোলের নানান মানে বইয়ের পাতায়
যদি পড়ো গোল চালে পিষবে জাঁতায়।

-- o --

ধূমপান

সৌরভ মণ্ডল (বি.এ, প্রথম বর্ষ, ভূগোল সাম্মানিক)

প্রাচীনকালে রাজারা করত নেশা,
কলিকালে ধূমপান হচ্ছে পেশা।
মদ, বিঁড়ি, সিগারেট সবই বলা চলে,
আমাদের শরীরকে তারা অসুস্থ করে তোলে
প্যাকেটের উপর প্রশাসন দিচ্ছে ছাপ,
ডাক্তারের কাছে রোগের বাড়ছে চাপ।
জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলতে হবে মানুষ,
বর্তমানে তাকে বলা চলে অমানুষ।
বাবা, মা কষ্ট করে রোজগার করে টাকা,
ছেলে মেয়েরা ধূমাপন সেটা করে ফাঁকা।
প্রশাসন মানুষের জন্য তৈরী করছে পেশা,
মানুষ না বুছে বাড় করছে বিভিন্ন ধরনের
আমি রবীন্দ্রনাথ নয় সামান্য একটা মানুষ,
আমি চায়, মান ও হুঁশ নিয়ে তৈরী হক মা

-- o --

তুমি ছলনাময়ি উড়োনারী

কৃপাসিন্ধু সিংহ (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

বেছিলাম তুমি মনুষ্যত্বের অধিকারী এক পবিত্র নারী
ন্তু পড়ে দেখলাম তুমি ছলনাময়ি এক উড়োনারী।
বেছিলাম তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবেসে ছিলে
ন্তু পড়ে বুঝলাম কয়েকমাস শুধু অভিনয় করেছিলে।
জ আমি মনে করতে চাইনা সে সব কথা,
বতে চায়না সে সব স্মৃতি বৃথা।
ুও হায় কেন যে মনে পড়ে যায় সেই সব ভাষা
মাকে দেওয়া তোমার সেই সব মিথ্যে আশা।
নি আমি ভালোবাসো তুমি, শুধুই মিথ্যা বলতে
ন জানিনা আমার ভালোলাগে সেইসব মিথ্যাই শুনতে।
বন পথে চলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় শুধুই তোমায়
বলে তুমি ছলনাময়ি কষ্ট দিলে আমায়।
মি উড়োনারী উড়ে গেলে আকাশে চলে গেলে দূরে
মি অসহায় বেঁচে থাকি বৃথায় তোমার স্মৃতি ঘিরে।
ি কোনো দিন তুমি আসো ফিরে
হলে দেখাব আমি আমার এ বুক চিরে।
খা আছে শুধুই তোমার নাম
খা আছে প্রিয়তমা তোমায় ভালোবেসেছিলাম।

-- o --

বাংলার মুখ

ইয়াসমিনা খাতুন

থাও পাবে খুঁজে এমন বাংলার মুখ,
দেশেতে আছে পৃথিবীর সব রকমের সুখ।
কা চালিয়ে গান গেয়ে যায় মাঝি।
চরিয়ে রাখাল বাজায় বাঁশি।
দেশেতে খুঁজে পাবে সোনালী রং এর ধান,
দেশেতে শুনতে পাবে মা সরস্বতীর গান।
দেশেতে আছে হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই
দেশেতে সকল মানুষ শান্তির নিদ্রা যায়।
ল হয় সকলের পাখির ডাকে জেগে,
লী ঘরে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যা যে লাগে।
দেশেতে আছে ভাই বোনের মধুর সম্পর্ক,
দেশেতে খুঁজে পাবে শান্তির ধনরত্ন।
দেশেতে আছে যত মিষ্টি মধুর হাসি।
তো এই দেশকে আমি পরাণ দিয়ে ভালোবাসি।

-- o --

কিনা হয় !

জন্মেজয় হাজরা (বি.এ, প্রথম বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাম্মানিক)

আজকের রায় টাকায় কেনা
টাকায় কেনা রাজ্য
টাকায় কেনা ডিগ্রী
আর টাকায় চালায় সম্রাজ্য।

টাকায় ঢাকে কেলেঙ্কারি
টাকায় করে মুক্তি
টাকায় আনে টাকা আর
সর্বহারার যুক্তি।

টাকার লাগি মরছে শ্রমিক
মরছে কত বদমাইশ আর গুন্ডা
টাকাতেই কাল কিনবে
আজকের এই দিনটা।

টাকার জন্যই ছোটাছুটি
টাকার জন্যই ব্যস্ত
টাকার জন্যই আমরা আজ
চড়ম দূর্ণীতি গ্রস্থ।।

-- o --

ইচ্ছা

মহঃ আসিকরেজা (বি.এ)

ইচ্ছা করলে হতে পারি
সবার সেরা নায়ক।
ইচ্ছা করলে হতে পারি
সবার সেরা গায়ক
শিল্পী হওয়া খুব সহজ
যদি আঁকি ছবি
ইচ্ছা করলে হতে পারি
আমি একটি কবি
আসল কথা বলিতো ভাই
হেঁসো না কেউ
ইচ্ছা যত আছে মনে
চেষ্টা তত নেই।

-- o --

স্বাগত

টোটন দাস (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ, ইতিহাস সাম্মানিক)

ভোরের পাখি কিচিমিচি নীল আকাশের আলো
মেঘের জটা সরিয়ে দিয়ে প্রদীপ খানি জ্বালো
প্রেমের পাতার কোমল বাতাস নাচে দুলে দুলে
সকালবেলায় এমন হাসি কে দিল গো ঢেলে।
নয়ন জোড়া যেই মেলেছি আধার গেল ঘুচে
কে যেন ওই বীণা বাজায় আমার পিছে পিছে
নতুন আলো নতুন জীবন গায় নতুন গান
আজকে তার হোক অবসান যত আছে বাধা ব্যাবধান
গন্ধ্যে বিভোর ভোমরা গুলো মধূর নেশায় ছোটে
রাখাল বালক সবে মিলে যে যার কাজে যায়
নৌকা আছে ডাঙায় বাঁধা, মাঝি নাই
শিশির ভেজা হিমেল হাওয়া শিহরেয়ে মন
চরণ তলে দিয়ো গো ঠাঁই এই নিবেদন
জগৎ জুরে সুখের মেলা সুখ তো সবাই চায়
মনের আশা এই জীবনে পূর্ণতা না পাই
নীল গগনের চাতক পাখির বেদনার সুর
জীবন এখন বালুচরে ঠিকানা বহু দূর
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আলো রঙিন প্রতিদিন
পাড়ি দেব ধূসর প্রান্তর দেরি নেই বেশিদিন।

-- o --

ওরাও মানুষ

মাসুরুল সেখ (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

দিনরাত রাস্তায় পড়ে আছে যারা
মানুষ কী নয় ওগো তারা ?
তাদের ও আছে মাতা পিতা
তাদের ও আছে ভালোবাসা
তবে কেন হীন শরীরে রুক্ষ চুলে
বেঁচে আছে তারাও
আমরা যখন খেতে পারি না কিছু
ফেলে দিই বাড়ির পিছু
ওরা তখন লোকের দ্বারে দ্বারে
বলে বাবু ভিক্ষে দিন কিছু।।

-- o --

বন্ধু মানে

প্রদীপ হালদার (বি.এ, দ্বিতীয়

বন্ধু মানে মাতাল হাওয়া
উদাস করা মন,
বন্ধু মানে কিছু কথা
একান্ত আপন।
বন্ধু মানে স্বপ্ন দেখা
মিষ্টি মনের হাসি,
একটু ভালোবাসো যদি
কাছে তোমায় আসি।
সে দিন থেকে কাঁদছে
শুনতে তোমার কথা,
কেমন করে থাকলে নী
দিয়ে আমায় ব্যথা।
গাছে যেমন ফোটে ফুল
আকাশে ফোটে তারা,
আমি কী বাঁচতে পারি
বন্ধু তোমায় ছাড়া।।

-- o --

"লক্ষ্য"

পাপিয়া ঘোষ (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ, বাংলা সাম্মা

সেউ ঊষাকাল থেকে
পথ হাঁটছি
জানিনা কত পথ
কত বাধা বিপত্তি
অতিক্রম করে,
আজ কোথায় পৌঁছেছি।
বুঝতে পারি না।
পথ কী শেষ ?
নাকি পুরোটাই বাকি ?
তবে যেখানেই
থাকিনা কেন,
একদিন ঠিক
পৌঁছে যাবো লক্ষ্যে

-- o --

ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে ছাত্র সংসদ ও ছাত্রছাত্রী

ডঃ সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সঙ্গীত পরিবেশন

হয়ত তুমি

হরষিত ঘোষ

বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায় আমি একা,
রাস্তার মোরে দাঁড়িয়ে
কোন রকমে একটা ছাউনি খুঁজে
নিজের মাথা বাঁচাতে ব্যস্ত।

লম্বা নির্জন রাস্তায় তখন লোডশেডিং এর অন্ধকার।
হঠাৎ বিদ্যুতের চমকে তোমার আবছা মুখ
এই ছোট্ট শহরের সমস্ত চেনা নারীমুর্ত্তির
সাথে তোমার অমিল ;

এত চেনা সত্ত্বেও অচেনা, অজানা ;
তুমি পূরনো নও তুমি আধুনিক,
তুমিই কী নীললোহিত -এর 'নীড়া' ?

'না' তুমি কেউ নও
তুমি আমার সৃষ্টি,
তুমি আমার প্রেম,
তুমি আমার কবিতা,
তুমি বহুদূর হেঁটে চলা পথ
একটুকরো বটবৃক্ষের ছায়া
উড়ে যাওয়া পরিযায়ী পাখি
তুমি সৃষ্টির আনন্দে উজ্জীবিত বাউলের গান
তুমি একতারার সুর
তুমি বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া
বারবার যুগে যুগে ফিরে ফিরে আসা
দৃপ্ত কণ্ঠী বিপ্লবীর ভাষা।।

-- o --

ধন্যবাদ

নীলকান্ত ঘোষ (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ, ইংরেজী সাম্মানিক)

ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ।
বীর শহীদ যুবকদের ধন্যবাদ।
তোমরাই করেছ দেশ স্বাধীন,
তোমাদের জানাই ধন্যবাদ।
রক্ত দিয়ে করেছ স্বাধীন,
আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে
তাইতো আমি জানায়, তোমাদের
ধন্যবাদ
ধন্যবাদ।
আমাদের দেশ হয়েছে স্বাধীন ১৯৪৭ সালেতে,
তাইতো আমরা বাস করি আনন্দেতে।
ধন্যবাদ
ধন্যবাদ,
বীর শহীদ যুবকদের ধন্যবাদ।
আমরা এখন বাস করি কত সুখে
তোমরা তখন ছিলে কত দুঃখে
আমি চাই তোমাদের এই সমাজের বুকে,
তোমরাই আমাদের আশার ভরসা,
তোমাদের চাই আমাদের মাঝে
ধন্যবাদ
ধন্যবাদ
বীর শহীদ যুবকদের, তোমাদের জানায় জিন্দাবাদ।

-- o --

"মানুষের বিকাশমান আত্মসত্তাকে পূর্ণ বিকাশ করার প্রয়াস হল শিক্ষা।"

—ঋষি অরবিন্দ

রেজাল্ট

অভিজিৎ দাস (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার পর্ব শেষ,
রেজাল্টের বিনা চিন্তায় দিন কাটছিল বেশ,
ঘনিয়ে আসতে রেজাল্টের দিন,
ভয়ে ডরে হয় শীর্ণ-ক্ষিণ
খুঁজে নিয়ে questionpaper
দেখি দুইবেলা-দু-বার,
মনে ভাবি কী হবে কী হয় এখন,
উত্তর মিলাইতে বই খুলি যখন তখন,
মনে ভাবি, পাবতো আমি, সঠিক নাম্বার,
নেইতো ভয় কোন কিছুতে কমবার,
এই ভাবে রেজাল্টের চলে আসে দিন,
আমি তীর্ব ভয়ে শীর্ণ আরও যেন ক্ষীণ,
প্রতি ঘণ্টায় ফেলি যেন আমি দীর্ঘ শ্বাস,
আর আমি দেখি কোথা থেকে পাই রেজাল্টের আভাস,
ঘড়ির কাঁটা যখন এগারোটার ঘরে
স্নান-খাওয়া সেরে আর যেন ধৈর্য না ধরে,
ঠাকুরের কাছে মায়ের পায়ে করে নিই প্রণাম,
মনে মনে বলি 'মা' থাকে যেন সুনাম,
তারা হুরো করে Admit হাতে,
ছুটে যায় আমি স্কুলের পথে,
স্কুলে দেখি সব বন্ধুদের হচ্ছে সমাগম।
তবু List টানাতে আরও বেশি কিছুক্ষণ,
এইভাবে কিছুপরে টানানো হল List,
সকলে হুমরি খেয়ে পড়ি, শুরু হয় Fight,
কোন মতে খুঁজে আমি পাইনা নিজের নাম,.
মনে ভাবি এবছর হয়ত আমার, কাম-তামাম
অবশেষে পড়ল চোখে আমার নিজের নাম,
মনে ভাবি দেহে প্রাণ ফিরে পেলাম।।

-- o --

সর্বহারার জয়গান

মৃন্ময় ঘোষ (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ, ইতিহাস সাম্মানিক)

আসছে শুভদিন,
দিকে দিকে সবই হবে রঙিন।
সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা রসে
এই ধরণির তরণির হাল থাকবে তাদের বসে
আছে যারা মহাসুখে ওই পাহাড়ের চূড়ায়
কৃষক, মজুর, মুটে, কুলি সবাই ধূলাই লুটায়
আর কতদিন সইবে তুমি ওদের পায়ের আঘাত
সারা দিন কী ভিক্ষা চাইবে তোমার দুটি হাত
তারাই মানুষ তারাই দেবতা গাই তাদের গান
তাদের হাতের স্পর্শে সমাজ নব উত্থান
সত্য সূর্য, সত্য চাঁদ সত্য আকাশের তারা
গতীময়তায় বয়ে চলে এই জীবন ধারা।
তুমি শোবে পালঙ্কে আর আমরা রব নীচে
অথচ তোমায় দেবতা বলব সে ভাবনা মিছে
না না আর নইকো আর ধরব তলোয়ার
প্লাবিত হবে রক্ত তোদের ওরে হুশিয়ার
আঘাত পর আঘাত খেয়ে এখন উঠব জেগে
আজ প্রভাতের কিরণ মাঝে মাখি 'খুন'
লালে লাল হয়ে উঠছে রবি প্রভাতের নবারুন
ধররে হাল মাররে টান যেতে হবে দূরে
আনন্দেতে গারে গান ভাঁটিয়ালী সুরে
জানি না আজ কি হল জেগে উঠল প্রাণ
দূর থেকে শুনি যেন মহাসাগরের গান
বিশ্বসাগর ঢেউ তুলেছে উঠবে আজ ফুলে
নীল গগনে খাঁচার পাখি ডানা দিল মেলে।।

-- o --

"সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই, আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।"

—উমর ফারুক

ফজর দিল ডাক

মকরুমা খাতুন (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

পাখির কিচির মিচির আর মোরগরি বাঁক
অলস নিদ্রায় আঘাত হেনে, ফজর দিল ডাক।

প্রখর রোদে আগুন ঢেলে দাঁড়ায় দিবাকর
প্রশান্তির বিশ্রাম নিয়ে, আসে তখন যোহর।

পড়ন্তি বিকাল বেলা, বসে গল্পেরি আসর
মাগফেরাতের ঝুলি নিয়ে, আসে তখন আসর।

আলোর ধারা কালো করে সূর্য ডুবে যায়
মাগরিব ডাকে কোথায় কারা মসজিদে আয়।

কর্মক্লান্তি দেহ মনকে আরাম দিবার আশা,
নিয়ামতেরি শুকুর গুথার করতে আসে এশা।

ঘড়ি চলে টিক টিক সময় চলে ঠিক ঠিক কিন্তু আমরা চলিনা
দিবা নিশি দশ দিক আল্লাহ আকবর নির্ভিক, কিন্তু আমরা বলিনা।

আমরা যদি চলতাম হক কথা বলতাম
মুয়াজ্জেনের ডাকে দিতাম সাড়া
সকল শক্তির খনি আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি, প্রাণে দিত নাড়া।।

--০ --

তালের বড়া

সুজাতা পাল (বি.এস.সি, প্রথমবর্ষ)

মা ভাজছে তালের বড়া
জন্মাষ্টমীর রাতে।
দিদি আমি যুক্তি করে
বসে এক ছাদে।
মা যখন সকালবেলা
স্নান করতে যাবে,
দিদি আমি চুরি
করে বড়া খাব ছাদে।
বড়া চুরি করে যখন
ছাদে গেলাম মোরা।
ভাগ করতে গিয়ে দেখি,
একটি বেশি বড়া।
এই বলে ঝগড়া শুরু,
দিদি বলে আমি
আমি বলি আমি নেব
চৌকি হতে নামি।
রেগে আগুন তেলে বেগুন
ভাজার মত হয়ে।
বড়াগুলো ছড়িয়ে দিদি
কাঁদে শুয়ে শুয়ে।

-- ০ --

"যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।"
—শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ

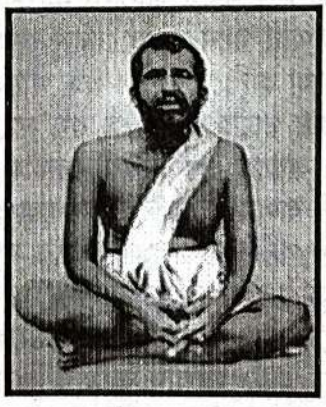

মোরা এক বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু ও মুসলমান

রাহুল সেখ (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ)

মুসলিম আর হিন্দু মোরা দুই সহোদর ভাই,
মোরা এক বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু ও মুসলমান।
মেরা এক বৃন্তে দুইটি কুসুম এক ভারতে ঠাই
মুসলিম যার সৃষ্টিরে ভাই হিন্দু সৃষ্টি তারিই।
মোরা বিবাদ করে করি খোদার উপর খুদকারি।
তাইতো এত আজ আমাদের হিন্দাদাতা এই ভাই
মুসলিম আর হিন্দু মোরা দুই সহোদর ভাই।
দুই জাতি ভাই সমান মরে মড়ক এলে দেশে
বন্যাতে দুই ভাইয়ের কুঠির সামনে যায় ভেসে।
মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম এক ভারতে ঠাই,
চাঁদ সূর্য্যের আলো কেহ কম বেশি কী পাই।
ত্রি-ভুবনের বনমালি নানা রঙের ফুল সাজিয়েছে
বাগানখানি দেখরে নয়ন মেলে।
বাহিরে শুধু রঙের তফাৎ ভিত্তরে ভেদ নাই।
গোলাপ ফুল হয় অনেক রকম রঙের কিন্তু জাত
গোলাপ।
তেমনি ভাই আমরা ভিন্ন ধর্মে ভেদ কিন্তু
আমাদের জাত মানব জাত,
মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম আর হিন্দু মোরা দুই সহোদর ভাই।

-- o --

সঙ্গী

ঈশিতা চ্যাটার্জী (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ, ইংরেজি সাম্মানিক)

যখন আমার নেইকো ভাষা মুখে কথা বলার
সব থেকে কঠিন তখন জীবন পথে চলার,
কশাঘাতে মরি যখন তাকায় না কেউ ফিরে
বলব কোথায় মনে ব্যথা কোন্ জনকে ঘিরে ?
মুখের ভাষা হারিয়ে গেলে বন্ধ থাকে মুখ
কলম কিন্তু থাকে না থেমে হয় নাকে মূক,
প্রতিবাদ করতে শেখায় অন্যরকম ধারায়
যুদ্ধ সাথি কলম দিয়েই বিপক্ষকে হারাই।
পত্র লিখি পত্রিকাতে কলম করে সঙ্গী
ফুটিয়ে তুলি কলমাস্ত্রের ভিন্নরকম ভঙ্গি
বুক পেতে যে, রাস্তা করে কলমকে বলে চল
সঙ্গী তো সেই তোমার আমার প্রিয় শতদল।।

-- o --

LOVE

আরিফ মহম্মদ (প্রাক্তন ছাত্র, ছাত্র সংসদের সদস্য)

কাউকে যদি ভালোবাসতে হয় তাহলে
সত্যি করে ভালোবেসো।
টাইম পাস করার যদি চিন্তা থাকে
তাহলে রিলেশন শুরু করার আগে
তাকে বলে দাও যে তুমি টাইম
পাস করতে চাও, কারণ তোমার
টাইম পাস অনেকের জীবন
ধবংস করে দিতে পারে.....

আর কারও জীবন ধ্বংস
করে যদি তুমি তোমার জীবন
গড়তে চাও, তাহলে আমি বলবো
তোমার মতো বোকা এই পৃথিবীতে
কেউ নেই।

মাথার উপর একজন আছেন
তিনি সব দেখেন, সব জানেন।

-- o --

মনের আশা

সানুয়ারা খাতুন (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ)

মনের মধ্যে জাগে স্বপ্ন
জাগে কত আশা
কী করে বোঝাবো তোমায়
খুঁজে পায়না ভাষা
আমি জীবনে হতে চাই বড়ো
হতে চায় একজন।
থাক নিয়ে সবার
গর্ভে আনন্দে ভরাবে মন
আমাকে নিয়ে সবার মনে
থাকে যেন ভরসা
সবার হয়ে থাকবো আমি
দেব শুধু ভালোবাসা।
হে বিধাতা তোমার কাছে মোরপ্রার্থনা
আমাকে এই আশা থেকে যেন বঞ্চিত করো না

— o —

আশা

রাকেশ হাজরা (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

চেয়েছিলাম হবো আমি নৌকার মাঝি
পার করিব সকলকে এই বিশাল দড়িয়া দাঁড়টানি।
যার উপর ভর করে পারি দেয় জাতি
পৌছে যায় আপন গন্তব্যে বিস্তৃত পথ ফেলি।
চেয়েছিলাম হবো আমি নৌকার মাঝি।
জ্যোৎস্না রাত্রে চাহিব আকাশে,
লঙ্গর করে নৌকা কাশ বনের ধারে ;
তামাল বনে পাখির কূজনে
ভেসে যাব আপন খেয়ালে।
যদি হতাম আমি নৌকার মাঝি
প্রতিদিন হত নৌকার উপর চড়ুই ভাতি।
পৌছে যেতাম প্রকৃতির দুয়ারে।
সন্ধ্যার নিঃস্তব্ধ অন্ধকারে
গায়তাম ভাটিয়ালী সুরে গান মুক্ত কণ্ঠে।
যদি হতাম আমি ঈশ্বরী পাটনী
পার করিতাম জগজ্জননী অন্নদা দেবী।
তাই চেয়েছিলাম হবো আমি নৌকার মাঝি।

-- o --

বর্ষা

সঙ্গীতা কর (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ)

এসো তুমি বর্ষা
আকাশের মাঝে মেঘ নিয়ে,
মনের মাঝে ফূর্তি দিতে,
শীতল জলের ধারা নিয়ে,
গ্রীষ্মের তাপ ধুয়ে দিতে,
ঝির ঝির ঝির শব্দ নিয়ে,
সবুজ পাতায় চমক দিতে,
অনেক সুখের স্বপ্ন নিয়ে,
দুঃখ মুছে আনন্দ দিতে,
এসো তুমি বর্ষা।

-- o --

বৃষ্টি

সান্ত্বনা মণ্ডল (বি.এ, দ্বিতীয়বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি।
তোমার থেকেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি।।
তুমিই সবার জ্বালিয়ে রাখ জীবন দ্বীপ।
তুমিই সবার আশার প্রদীপ।।
তুমি সকল প্রাণের জ্বালিয়ে রাখো আলো।
তাইতো সবাই তোমায় বাসে ভালো।।
বারি ধারায় ভরিয়ে তোলো নদী ডোবা দীঘি।
রবির ছটাই দীঘির জল করে ঝিকিমিকি।।
তুমি ছাড়া এই জীবনের পাইনা কোনো আশা।
উদ্ভিদ-প্রাণী জন জীবনের তুমিই ভরসা।।
তোমার ছোঁয়াই সবার মনে জেগে ওঠে প্রাণ।
তুমি ছাড়া এই জীবনের নেইকো কোনো দাম।।
তুমি ছাড়া এই জীবনের নেইকো কোনো মানে।
মাঠে মাঠে ফসল ফলিয়ে ভর ধন ধানে।।
তোমার দয়াই আছি বেঁচে এই পৃথিবীর বুকে।
ভক্তিভরে চাইব আমি তোমার চরণ ছুতে।।
বৃষ্টি তুমি এই জগতে বাঁচাও সবার প্রাণ।
বৃষ্টি তুমি প্রাণ দিয়ে করো সবার ত্রাণ।।
তোমায় জানাই প্রণাম।।

-- o --

গণেশ

গণেশচন্দ্র ঘোষ (বি.এস.সি, প্রথমবর্ষ)

দূর্গা মা তোর বয়স কত ?
গণেশ যে তার ছেলে
দেবতা হয়ে হাতির মাথা কেমন করে।
যার পরশে জ্ঞানি হলেন
মূর্খ কালিদাস
তোর মেয়ে যে সরস্বতী কোন কলেজে পাশ।
কার্ত্তিক যে মিলিটারি ট্রেনিং কোথায় নিল
তোর দিদি কেমন করে ধনের মালিক হল

-- o --

স্মরণে সুকান্ত

নফল মল্লিক (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

আমার মনের বাগান থেকে
পাঠালাম একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।
গ্রহণ করো আমার এ তুচ্ছ ভেট
বঞ্চিত না হই তব আশিষে।
আমার হৃদয় ঘিরে
তব অজস্র সম্মান
স্মরণ করি তব চির নিদ্রিত যুবক।
বিপ্লবের ফল্গু ধারা তব কলম হতে
ছড়িয়ে পড়েছে ভারত জুড়ে।
শুধু একুশটি বসন্ত কাটিয়ে
শত কষ্টে মুখ বুজে, রচিলে কত প্রাণ,
চির অমর শত কবিতা–
সমাজে অসংগতি অন্যায়ের
বিরুদ্ধে ক্লান্তহীন সোচ্চার কণ্ঠ তব,
আজও শুনতে পাই সাহিত্যে।
কিশোর কবি হয়েও তুমি
ছিলে একজন দক্ষ সংগঠক।
মৃত প্রাণে সাড়া জাগাও তুমি
তাই আজও বহু পাঠকের প্রিয় কবি।
কালো অন্ধকার সম ধেয়ে এল যক্ষ্মা
করাল হাতে পেলে নাকো রক্ষা।
সুগন্ধি ফুলের কুঁড়ি হয়েও
ফুটলোনা সু-কান্ত ফুল,
অকালে নষ্ট হলে যে কুসুম
একি লাঞ্ছনা তব হে ঈশ্বর।
২৯শে বৈশাখ গেল
দিন মর্মি অস্তাচলে,
এই দিন ছেড়ে গেল প্রিয়তম।
বাংলা সাহিত্যে তোমায় ছাড়া শূন্য
শত কোটি পাঠকে জানাই ধন্য।
চিরদিন অন্ধকারে কেটেছে তব জীবন
কখনো জ্যোৎস্না ছটা ফুটেনি তোমার ঘরে,
হে বন্ধু প্রিয়তম
আর ফুটলোনা যে .....।

-- o --

বন্ধুত্ব

প্রীতিরাণী পাঠক (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

কয়েক দিনের সাথী হলেও ভালোবাসি তোম
হলে চিরদিনের সাথী তোমাদের সাথে থাকি
দেব-শুভশ্রী প্রিয় হলেও
তোমার আমার জনপ্রিয়
পৃথিবীতে সত্য সূর্য, সত্য গাছ আর সত্য বন্ধুত্বের
সত্য ওগো ভালোবাসা
ভালোবাসার কাছের সবাই যে হারে।
বন্ধুত্বের কথা হলে তোমাদের মনে পড়ে
লাভলি সুইটি নয়কো তোমরা মিষ্টি
তোমাদের হাসি তাইতো তোমাদের দেখার জ
ছুটে ছুটে আসি।
বন্ধুত্ব অনেক বড়ো ছাড়ব না
তোমাদের হাত
বন্ধু বলে ডাকবো বারোমাস
নতুন জীবন শুরু করব বন্ধু ডাক দিয়ে
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবো
বন্ধু সাথে পেলে।

-- o --

আমার শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ

বাপ্পাদিত্য কর্মকার (বি.এ, প্রথমবর্ষ, সংস্কৃত সাম্মানিক)

চলেগেছো তুমি বহুদিন পূর্বে,
শান্তিনিকেতন গর্বিত আজ তোমারই গর্বে।
রেখেগেছো মাঠ-ঘাট রেখেগেছো গাড়ি,
তাই আজ দেখে এলাম তোমার ঐ বাড়ি।
তুমি প্রতিষ্ঠা করেছো বিশ্বভারতী,
তাই বিশ্ববাসী আজও তোমার প্রতি দরদী।
তোমার শান্তিনিকেতনে আছে আজও বাগান,
সেই বাগানে গাছে গাছে কত পাখি গায় গান।
লিখেছিলে অনেক ছোট গল্প উপন্যাস তুমি লিখেছিলে গা
তাই মনে জেগে আছে তোমার ঐ প্রাণ।
তুমি বিশ্বকবি হয়ে থাকবে চিরদিন,
তোমার প্রতিভা কভু হবে নাকো ক্ষীণ।

-- o --

নতুন সমাজের সন্ধানে

অঞ্জন চ্যাটার্জী (বি.এ, প্রথমবর্ষ, ইংরেজী সাম্মানিক)

জীবন দাবার প্রথম চালটাই ভুলছিলো
আজ জীবন খেলায় হারাইলাম সবই
বুকে জমাট আজও কিছু স্বপ্ন, কিছু অভিযান
কিন্তু বড় স্বার্থপর এই আধুনিক সমাজ।
সমুদ্র তীরে দাড়িয়ে সেদিন ভেবেছিলাম
নতুন সমাজ গড়তে কিছু একটা করব
কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম সেদিন,
স্বপ্ন দেখা খুব সহজ
কিন্তু বাস্তব ..... ??
এখানে অপেক্ষা করছে ভালোদের জন্য খারাপ,
সত্যের জন্য মিথ্যা, জয়ের জন্য পরাজয়
আরও কিছু .....।
বিদ্রোহী কবি হয়েও নজরুল যেখানে থাকতে পারেনি
জাতির জনককেও যে সমাজ ঠাঁই দেয়নি
সেই স্বার্থপর, হিংসায় মোড়া সমাজ
কি আময় মেনে নেবে ?
তবুও আশায় আশায় কাটিয়েছি জীবনটা
দুচোখ ভরে দেখছি অনেক স্বপ্ন .....।
চেয়েছিলাম বেহালার ভাঙ্গা তার গুলিকে
নিজের হাতে জুড়তে,
চেয়েছিলাম ঘৃণায় আবদ্ধ সমাজকে
ভালোবাসায় ভড়িয়ে দিতে,
চেয়েছিলাম রাজনীতির বেড়াজাল থেকে
সমাজকে মুক্ত করে
নতুন মাতৃভূমি গড়তে,
চেয়েছিলাম স্বামীজি, নেতাজির অসমাপ্ত
শেষ কাজটুকু করার চেষ্টা করতে।
কিন্তু ভুলেগেছিলাম আমার ঠিকানার কথা
যে আমি বর্তমান সমাজে বাসকরা
এক অতি সাধারণ মানুষ।
ব্যর্থতা আমাকে বার বার
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েদিয়েছে যে
পুরাতন ব্যবস্থা মুছে ফেলে
নতুন পতাকা তোলা
এ সমাজে সম্ভব নয়।
এখানে ভাই ভাইকে মারাই ধর্ম
নারীদের ওপর অত্যাচার তাদের নেশা
আর রাজনীতি তাদের একান্ত পেশা।
রামমোহন, নেতাজী, স্বামীজির হাতে গড়া
সেইদেশ কী এইদেশ .....।
যে অনেক কষ্টে স্বাধীন হয়েছিলো
নাকি রাজনীতির বাদশাহের হাতে গড়া
এই দেশ.....।
জানি, আমার বিশ্বাস আমার দেখা স্বপ্নগুলো
কোনও আগামী দিনের দূত এসে পূর্ণ করবে।
যে সমাজের ভন্ড সাধুদের ভয় পাবে না
যে স্রষ্টা সৃষ্টি করবে নতুন কিছু,
যে বজ্রের আঘাতকেও
কখনও ভয় পাবে না।
আজ চারিদিকে খুঁজে বেড়ায় তাকে
জানি সে আজ আগ্নেয়গিরির–
মত ঘুমন্ত .....।
আগামী দিনের সূর্য তুমি
তোমার জানায় আগমণ
তোমায় জানায় স্বাগতম।
মুখে রবির ভাষা আসেনা–
কিছুটা ধার করে বলি তাই
হে নবসমাজ গঠনের অগ্রদূত
তোমার হবে শুরু, আর হবে সারা।।

-- o --

মেয়েদের স্বাধীনতা

পিউ পাল (বি.এ, প্রথমবর্ষ, ইংরেজী সাম্মানিক)

চারিদিকে রব শুধু মেয়েদের স্বাধীনতা চাই
ভোটের আগে এই শ্লোগান বেশি শোনা যাই।
মা বোনেরা বাড়ি থেকে নির্ভয়ে বোড়োতে পায় না কেন ?
একদল আর একদলের কাছে জবাব চাই যেন।
যারা এই প্রশ্ন করে অন্যদের কাছে
তারা নিজেও কী মেয়েদের স্বাধীনতা দিয়েছে ?
আগে মানুষ ছিল ইংরেজদের কাছে পরাধীন
এখন মেয়েরা হয়েছে পুরুষদের অধীন।
ছেলে মেয়ে সবাই সমান শুনছি সারাদিন
কাজের সময় ছেলে আগে মেয়ে মূল্যহীন।
ছেলে হলে এখনও মিষ্টি বিতরণ করা হই
মেয়ে হয়ে মায়ের ভাগ্যে গঞ্জনা জোটে তাই।
খবরের কাগজের প্রথম পাতায় থাকে বধূহত্যার কথা
এত নৃশংস কাজ করতে তাদের কী লাগেনা ব্যথা ?
জানি এখন ছেয়ে মেয়ে করছে সমান রোজগার
তবুও কী মেয়েরা পেয়েছে তাদের স্বাধীনতার অধিকার ?
এখনও কত নার্সিং হোমে হচ্ছে লিঙ্গ নির্ধারণ
মেয়েদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ভ্রুণ হত্যার কারণ।
চাকরি দেওয়ার নামে ডেকে এনে করছে নারীপাচার
মেয়েদেরকে নিয়ে করছে তারা ব্যবসার পণ্যের মত কারবার।
চারিদিকে শুনতে পাই সমসময় মেয়েদেরকে পড়ানো চাই
তাও কী সবমেয়ে স্কুলে যাওয়ার অধিকার পাই ?
মেয়ের বিয়েতে এখনও দিতে হচ্ছে পণ
এত কিছু নিয়েও তারা করে বধূ নির্যাতন।
ছেলেরা পড়তে বিদেশ গেলে বাবা-মা গর্ব করে
মেয়েদের যাবার কথা শুনে সব চিন্তায় মরে।
এটাই কী মেয়েদের পাওয়া স্বাধীনতা ?
যা পেতে যুগ যুগ ধরে তারা স্বীকার করছে হীনতা।
মেয়েদেরকে সচেতন করতে চারিদিকে হচ্ছে মহিলা সভার আয়োজন
এতেও কী মেয়েরা করতে পেরেছে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন ?
চারিদিকে শোনা যাচ্ছে খুন আর ধর্ষণ
স্বাধীনতার নামে করছে মেয়েদের স্বাধীনতা হরণ।
এটাই কী মেয়েদের পাওয়া নিজস্ব স্বাধীনতা ?
নাকি যুগ যুগ ধরে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যর্থতা ?

-- o --

ইচ্ছেতে চাই

তন্ময় মিস্ত্রী (বি.এ, প্রথমব

যাচ্ছে উড়ে মেঘের পাহাড়,
উড়ছে খুশির ডানা।
ইচ্ছে আমার হতে পাখি
কেউ করেনি মানা।
যাচ্ছো কোথায় চাঁদের তরী
কোথায় যাচ্ছ নদী ?
ইচ্ছে যেতে তোমার সাথে
একটু দাঁড়াও যদি।
ইস্ ! কী ভালো পরীর রানী
কোথায় তুমি থাকো ?
ইচ্ছে তোমার সঙ্গী হতে
কাউকে বোলো নাকো।
ইচ্ছে আমার সাগর হয়ে
আকাশ বুকে ভাসি,
ইচ্ছে আমার রামধনুর ওই
সাতটি রঙে হাসি।

-- o --

রবি ঠাকুর

নিবেদিতা মণ্ডল (বি.এ, প্রথম

রবি ঠাকুর রবি ঠাকুর
তুমি নাকি কবি
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে
তোমার ছবি দেখি–
মুখে তোমার লম্বা দাড়ি
মাথায় লম্বা চুল
প্রথমে তোমায় সাধু ভেবে
করেছিলাম কী ভুল।।

-- o --

এটাই কী স্বাধীনতা

ইতিহারা খাতুন (বি.এ, প্রথমবর্ষ, ইংরেজি সাম্মানিক)

আজ আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক
এটা আমরা বুক ফুলিয়ে সবার সামনে গর্ব করে বলে থাকি।
পনেরোই আগষ্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস,
প্রত্যেক স্কুল-কলেজে-ইউনিভারসিটিতে-থানাতে-সরকারী
বেসরকারী সংস্থাতে পালন করতে হবে–
এটা আমাদের সরকারের কড়া নির্দেশ।
তার জন্য সবাই কোমর বেঁধে লেগে পড়ি গান কবিতা
নাচের তাল বাছাই করতে।
বেশ জমজমাটভাবে পালন করলাম দিনটিকে।
কিন্তু এতে আমরা আদৌ কী বুঝতে পারলাম স্বাধীনতা?
স্বাধীনতা-কাদের স্বাধীনতা ? কিসের স্বাধীনতা?
এটা কী রক্তের স্বাধীনতা ?
এটা কী শহীদের স্বাধীনতা ?
এটা কী সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ?
না এ স্বাধীনতা সেই উঁচুপদের স্বাধীনতা ?
স্বাধীনতার আগে মানুষ মানুষের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে,
আর স্বাধীনতার পর মানুষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে।
এটা কী স্বাধীনতার ধর্ম ?
সংবিধান বলছে আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ
তবু দেশের শীর্ষভাগে সেই গণতান্ত্রিকতার কোনো মূল্যই নেই।
আর দেশের মহামান্য রাজনৈতিক নেতারা বলছে–
তোমরা আমাদের ভোট দাও, আমরা তোমাদের
সুখ দুঃখে পাশে থেকে উন্নতি দেব।
এটা ঠিক কথা, সুখের সময় বেশ পাশে থাকছে
কিন্তু দুঃখের সময় পাশে পাশেই কাটিয়ে দিচ্ছে
সরকার - সরকার বলছে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা
গরীবদের ঋণ দিচ্ছি।
কিন্তু কই বলে না তো যে কোটি কোটি টাকা তাদের কাছে
থেকে শুষে নিচ্ছি
যারা নিজেরা শৃঙ্খলাবোধ জানেনা,
তারা আবার আমাদের দেশের প্রসাশক
আর মেয়েদের দেওয়া হয়েছে অনেক স্বাধীনতা, অনেক অধিকার,
তার সঙ্গে দেওয়া হয়েঠে অনেক কলঙ্কিত রূপ
একটু ভেবে বলোতো এটাই কী স্বাধীনতা ?

-- o --

প্রার্থনা

আনোয়ারা খাতুন (বি.এ, প্রথমবর্ষ, ইংরেজি সাম্মানিক)

শোনো মাগো সরস্বতী
আমার কথাগুলি
আজকে আমার কথা বলছি
খোলাখুলি।
মিথ্যা কথা বলে কী লাভ
বলছি তোমায় স্পষ্ট।
পড়াশুনা ব্যাপারটা যা
বেজায় রকম কষ্ট।
তারপরেতে স্কুলে আছেন
যত রাগী মাষ্টার।
পড়া না হলেই
মাথায় ঠোকে ডাস্টার।
কালিদাস তো মূর্খ ছিলেন
পেয়ে তোমার বর।
পেলেন খেতাব মহাকবি,
আমি কী মা পর ?
এই অধমে দাও মা বর
করছি তোমার বন্দনা।
মুর্খ বলে মুখ ফিরিয়ে
যেন গো মা থেকো না।

-- o --

Dedicate to my dear one

Suman Kumar Das (Former Magazine Secretary of K.R.C)

O Almighty !
When I have your hands in mine,
I live with me the heavens devine.
When you are close, this world is naught,
Destroyed in your love, a triumph sought.
May my life's breath find refuge in your heart,
Destroyed in your love, may my life depart.
as close as fragrances are to breath,
as close as songs are to lips,
as close as sleepless rights to memories,
as close as arms are to embraces,
as close as dreams to eyes,
Be that close this world is naught,
When you're close their world is naught
Destroyed in your love a triumph shought.
Let my eyes swell with tears, let me cry today,
Take me in your arms, get drenched today,
The sea of pain trapped in my heart will explode.
as close as secrets, are to heart beats,
as close as raindrops are to the clouds,
as close as the moon is to the night,
as close as kohl is to the eyes,
as close as the waves are to the Ocean,
Be that close to me, oh love of mine.
When you are close, this world is naught,
destroyed in your love a triumph sought.
my breath eas incomplete, heart incomplete,
incomplite was I,
but now the moon in full, complete is the sky,
and now with you complete am I.

-- 0 --

বন্য আমার বন্ধু

অনিষা উপাধ্যায় (বি.এ, প্রথমবর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

এসেছি এক টুকরো সাদা কাগজ নিয়ে,
সেটি পূর্ণ হল তোমার কথা দিয়ে।
কত কী লিখে দিলে, সেই সাদা কাগজে,
সেগুলি সবার মাঝে আজও স্বর্ণাক্ষরে।
এসেছিল যে মুহূর্তে আবার বিদায় বেলা,
ভালো হত তবে,
যদি লেখা হতো সমুদ্র তটে।
ঢেউ এর স্রোতে মুছে যেতো সেই লেখা,
ভুলে যেতো তোমার মিতা আজকের এই ব্যথা।
তবে কেন আজ এমন উদাসী ?
তুমি যে ছিলে আমার মনের প্রিয় সখী,
তবে মনের খাঁচা ভেঙে কেনো,
হতে চাও আজ বন্য এক পাখি ?
সহেলী, তুমি বুঝি ভেবেছিলে ফুরিয়ে যাবে সব পাতা ?
বা এটা পুরণ করুক অন্য কোনো মিতা ;
এমনও অনেক পাতা বাকি বন্ধু–
সেগুলো তোমার জন্য ফাঁকা,
তাই বলি ফিরে এসো বন্ধু–
আমিও যে তোমার জন্য একা.....।

-- o --

দুর্নীতি

সোনালী ঘোষ (বি.এ, প্রথমবর্ষ, ইংরেজি সাম্মানিক)

একদিন ঘোষিত হয়েছিল নীতি
মুছে ফেলো দেশের সমস্ত দুর্নীতি।
আজও রয়েছে রণহুংকার, নীতি গীতি
তবুও মুছে যায়নি সেই দুর্নীতি।
অসহায় মানুষ থাকছে পরে পথের ধূলায়
ধনীরা করে তুলেছে প্রাসাদ গুঁড়িয়ে
দিয়ে মলায়।
তবে কী কোনো দিনের তরে যাবে না
ঘুচে অসহায় মানুষের চোখের জল ?
পাবে না কি খুঁজে তারা তাদের সম্বল ?
তবে কেন এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি
মুছে যাবে তাদের অশ্রুর স্মৃতি।
হও এক প্রতিহত করো দুর্নীতি।

-- o --

আমাদের নাম মানুষ

বাসুদেব মুখার্জী (বি.এস.সি, দ্বিতীয়বর্ষ)

আমাদের নাম হিন্দু নয়, নয় তো মুসলমান,
ইহুদি নয় জৈন ও নয় নয় তো খ্রীষ্টান।
আমাদের নাম মানুষ, আমরা শুধু একটাই জাতি,
নানান জাতির থাকে পশু পাখি প্রজাপতি,
বাঘ মারে না বাঘ, সাপ সাপকে মারে না ?
জানি না কী মন্দির আর মসজিদে বিবাদ,
জানে না তো রামু গীতা আমিনা এর সাদ।
আমরা পড়ি এক ক্লাসে এক বেঞ্চেই বসি।
শাস্তি পেলে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়াই পাশাপাশি।
এক সুরেতে সবাই মিলে 'জনগণ' গাই
খেলার মাঠে একই সাথে যে যার দলে যাই।
হার-জিত তো লেগেই আছে পাশ-ফেলও জানি,
ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি মেটান দিদিমণি।
বড় হয়ে হব যখন বাবা কাকা মাসি,
মানুষ মারা লোকগুলোকে আগেই দেব ফাঁসি।
ছোটো বলে আমরা বুঝেও কিছুই বুঝি না,
তোমরা কেন আমাদের সব খুলেই বল না ?
গোলাপ চাঁপা জুঁই মালতি টগর বকুল,
আমরা সবাই এক বাগানের নানা রঙের ফুল।

-- o --

বিদ্রোহী কবি

তাপসী দাস (বি.এ, প্রথমবর্ষ, ইংরেজি সাম্মানিক)

বিদ্রোহী বীর কাজী নজরুল
ওই লেলিহান শিখা।
সাম্যবাদের ভোরের পাখি
রুদ্র জয়টিকা।।
মানুষ হয়ে জন্মেছিলে
ধর্মবর্মটিকে।
আপন বেধে ছিঁড়েছিলে
সর্বনাশের শিকে।।
তোমার গানে তোমার সুরে
জাগছে জাদুছন্দ।
আবেগ ঝড়ে মাতাল করে
ফুল ফসলের গন্ধে।।
রাজ প্রেমেতে নেই কোনো ভয়
কণ্ঠ তোমার দৃপ্ত।
বন্দীশালায় অনশনে
তুমি ছিলে তৃপ্ত।।
অনেক ঝড়ে শোক সাগরে
তোমার জীবনপটে।
ঘূর্ণিপাকের টালমাটালে
দূর্ঘটনা ঘটে।।
যুদ্ধ যখন যুদ্ধ হয়ে
স্তব্ধ হয়ে থাকে।
তখন আমার ঘুমটি ভাঙে
তোমার সুরের ডাকে।।
তোমার সুরধ্বনির পরে
ওগো ভোরের পাখি।
কেমন করে সব হারিয়ে
সবকে দিলে ফাঁকি !!

-- ০ --

শহীদ স্মরণে ক্ষুদিরাম

তাসলিমা নাসরিন (বি.এ, প্রথমবর্ষ, বাংলা সাম্মানিক)

ওগো ! বিপ্লবী জন্ম তোমার তমলুকেতে
মৃত্যু তোমার কোথায় বীর ?
শৈশবে সে, পিতা মাতা দুজনকে হারায়।।
একটু একটু করে বড়ো হয় অপরূপা দিদির কাছে থাকায়।
যখন কিশোর ক্ষুদিরামের বয়স শুনেছি বারো
ছুটে যেতো এবং আপদ বিপদ দেখতে পারতো না কারো.....
নিয়মিত শরীরচর্চা করতো ক্ষুদিরাম
পাড়ায় পাড়ায় শুনাতো বিপ্লবীগান।
যখন সে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য স্বাদেশীকাজে যুক্ত হয়ে
তার প্রাণে দেশপ্রেমের বিপ্লবী ভক্তি জাগে
ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ কোন দিন লাগতোনা ভালো।
সময়ে সময়ে তরুণ বিপ্লবীর মনে জাগতো আলো।
যেদিন কিংসফোর্ডকে লক্ষকরে ছোড়েন বোমা ক্ষুদিরা
সেদিন গাড়িতে ছিলনা সে অমনিই
আহত হন দুজন মহিলা তেমনিই।।
বিচারে বিচারপতি রায় দেন মৃত্যুদণ্ড
সমাজে এটা কী মানদণ্ড।।
নিঃস্বার্থ ভুলে গিয়ে ফাঁসির মঞ্চে দাড়াই ক্ষুদিরাম
ফাঁসির মঞ্চে চেঁচিয়ে বলে বন্দে মাতারাম।।
আমি জানি জানে সকল দেশবাসী
বালকের গলায় কেন আজ ফাঁসি।।

-- ০ --

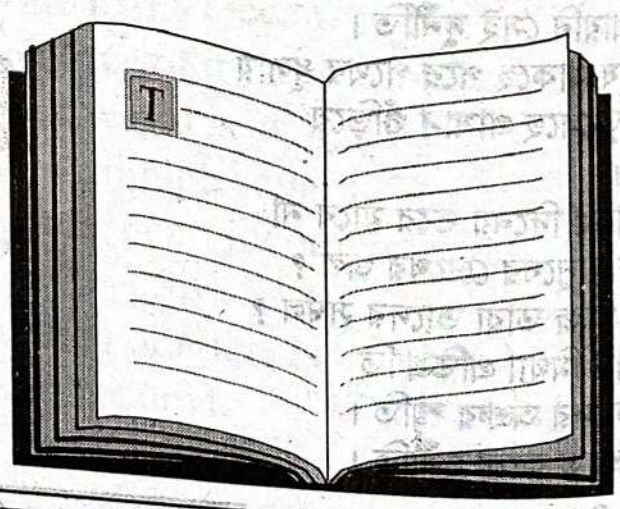

মা

ঝিলিক খাতুন (বি.এ, প্রথমবর্ষ)

মাটি আমার মা বিশ্ব আমার জননী
সবাই বলে মেয়ে মানেই হয় নাকি গৃহিনী।
কিন্তু মেয়েরা শুধু গৃহিনীই নয়
মেয়েদেরও আছে পূর্ণ স্বাধীনতা
অনেক মেয়েই চেষ্টা করে পেয়েছে তারা সফলতা।
মেয়েদেকে অবজ্ঞা করা নয় কখনো ভালো
মেয়েদের দ্বারা ভূমিষ্ঠ হয়ে তোমরা দেখেছ বিশ্বের আলো।
মা মানেই মমতা আর হয় স্নেহময়ী।
এটা সবাই জানে জানে বিশ্বময়ী।
মুখ দেখেই মা বুঝতে পারেন তার ছেলেমেয়েদের মনের কথা
মায়ের চরণ ধরে কাঁদে পায় যখন মনে কোন ব্যথা।

-- o --

আমাদের শিক্ষাগুরু

আসাউজ্জামান (বি.এ, প্রথমবর্ষ, দর্শন সাম্মানিক)

স্মরণীয় আপনি বরণীয় আপনি ওগো আমাদের শিক্ষাগুরু,
আপনার চরণে ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আমাদের এই জীবন শুরু।
শুরুতেই মোরা মেনেছিলাম শুধু সর্বশেষ পিতামাতা,
শিক্ষক যে তাদের গুরু এটাই মূল কথা।
শিক্ষক না থাকলে পরে হতাম মোরা মুর্খ্য
মুর্খ্য হয়ে সমাজকে মোরা দিতাম শুধু দুঃখ।
সব দুঃখ ভুলে মোরা এসেছি আপনার কাছে,
ক্ষমা করে দিয়েন মোদের ভুল ত্রুটি যা আছে।
টাকা, পয়সা, ঘর, বাড়ি নেই যে কিছু দিবার।
শিক্ষকেরা আশা করেন, শ্রদ্ধ্যা টুকু পাবার।
আজকের এই সব অনুষ্ঠান শুধু আপনারই জন্য,
আপনিই যে আদর্শ শিক্ষক আর নয় যে অন্য।
শিক্ষক দিবস প্রতি বছর আসবে প্রতিবার।
পালন করতে পারি যেন এই দিবস আবার।

-- o --

আমার বাংলা

পলাশ দাস (বি.এ, ইংরেজি সাম্মানিক)

শস্য শ্যামলায় ভরে উঠুক বাংলার মাটি।
ফসল ফলুক সময় সব সময় বাংলাতে খাঁটি।।
গড়ে উঠুক বীজের প্রাণ বাংলা মায়ের স্তনে।
পরিশ্রমের ফল সফল হোক বাংলা মায়ের ধন্যে।।
বিপুল হারে দুগ্ধ বর্ধা করুক বাংলার ধেনু।
পবিত্র হয়ে বয়ে চলুক বাংলার জল-বায়ু।।
অর্জন করুক বাংলার মানুষ বিপুল জ্ঞানের সম্ভার।
নেমে আসুক বাংলার বুকে ১৮ বছর আবার।।
গড়ে উঠুক বাংলাতে শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
শৈর্যে বীর্যে বাড়িয়ে তুলুক এই বাংলার সুনাম।।
দশের সেবাই আত্মদান করুক বাংলার নর-নারী।
বিশুদ্ধ হয়ে বয়ে চলুক বাংলার বারী।।
ধর্মে-কর্মে গড়ে উঠুক বাংলার জীবন।
দুঃখ কষ্ট ভোলে যেন বাঙালীর মন।।
সম্পদে পুষ্ট থাকুক বাংলার ভান্ডার।
প্রেমের বান রয়ে যাক বাংলাতে আবার।।
সৃষ্টি হোক বাংলাতে আগুয়ানের হুঁশ।
অর্জন করুক শীর্ষস্থান বাংলার মানুষ।।

-- o --

"অধিকার না থাকলে কোন মহৎ কর্ম করা যায় না।" -আশাপূর্ণা দেবী

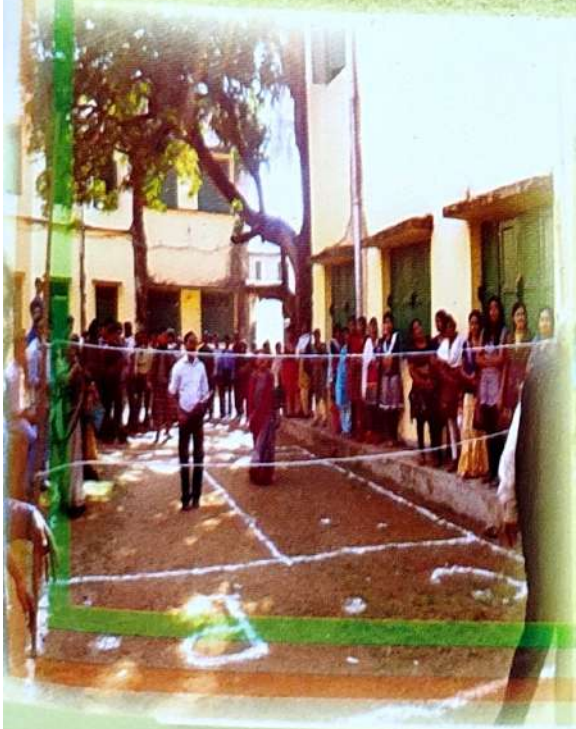

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন মুহূর্ত

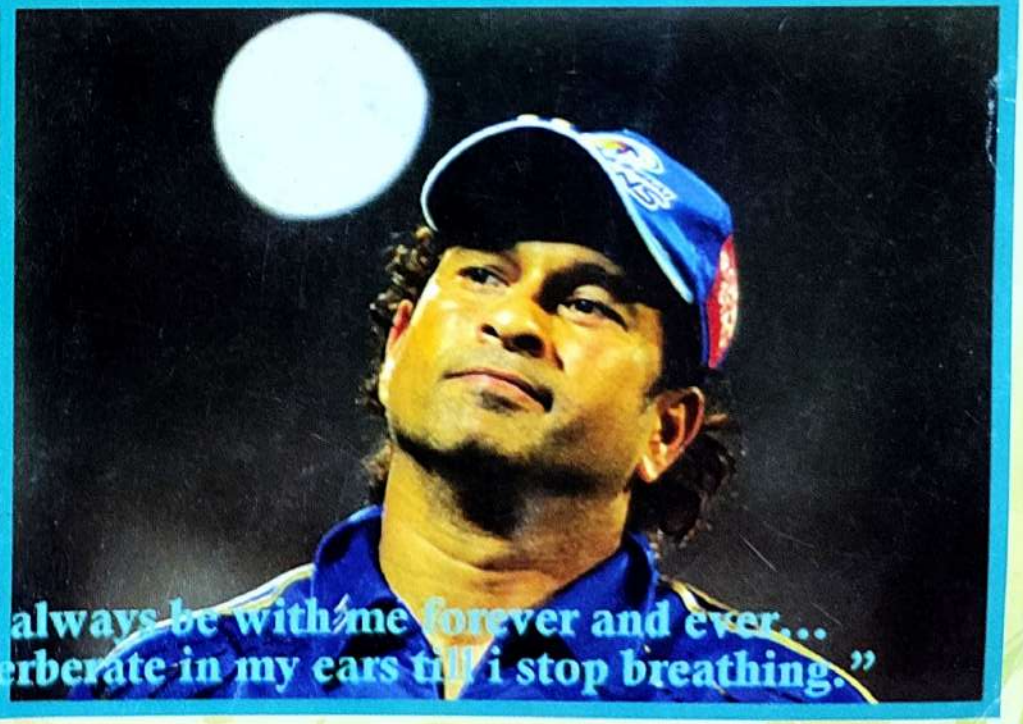

"The memory you have left with me will always be with me forever and ever...
especially 'sachin, sachin' which will reverberate in my ears till i stop breathing."